জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ৴০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৩শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৭ই কার্ত্তিক বুধবার ১৩৬৩ ইংরাজী 24th Oct. 1956 { ২৪শ সংখ্যা

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১০ই ডিসেম্বর ১৯৫৬

১৯৫৬ সালের ডিক্রীজারী

২৩৭ থাং ডিঃ ভোরীলাল বয়েদ দিং দেং আকালী দাস দিং দাবি ২৯।৶০ থানা সুতী মৌজে ঘোড়াপাখিয়া ৮৮॥০ শতকের কাত ৩।৫ আঃ ৮৮০৲ খং ৪৬৯

২৩৮ থাং ডিঃ ঐ দেং সেতাবচন্দ্র দাস দিং দাবি ৭২৵৬ মৌজাদি ঐ ৩-৩৬ শতকের কাত ১০॥৵০ আঃ ৩৩৫৲ খং ৪৭২

২৩৬ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৩।৯ মৌজাদি ঐ ৮৫ শতকের কাত ২৵১০ আঃ ৮৫৲ খং ১৩০

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৫৬

১৯৫৬ সালের ডিক্রীজারী

১৩৮ থাং ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ রায় দেং কাশেমালি সেখ দিং দাবি ৪৯৵৯ থানা সাগরদীঘি মৌজে গাঙ্গাড্ডা ২-১৮ শতকের কাত ৬.১১ আঃ ২০০৲ খং ১৭

১৩৯ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৩৮৸৶৩ পাই মৌজাদি ঐ ১১২ শতকের কাত ৪৶৮ আঃ ১০০৲ খং ১৮

১৫৬ থাং ডিঃ সেঃ রাজা কমলারঞ্জন রায় দেং বৈদ্যনাথ মণ্ডল দাবি ২১৶৬ পাই থানা সাগরদীঘি মৌজে আরাজি বলরামবাটী ২-২৪ শতকের কাত ২৲ আঃ ২০০৲ খং ১৫৬ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

১৫৭ থাং ডিঃ ঐ দেং আবদুল রেকিম দিং দাবি ৪৮।০ থানা ঐ মৌজে ভুরকুণ্ডা ২-৪৩ শতকের কাত ১৬।৵৬ আঃ ২২৫৲ খং ১৪৫ ঐ স্বত্ব

১৫৮ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৯০।৯ পাই মৌজাদি ঐ ৮-৬ শতকের কাত ২৯৲ আঃ ৮০০৲ খং ১৪২, ১৪১, ১৪৩, ১২১ ঐ স্বত্ব

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৬৩ সাল।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী, পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ও পরিত্রাণ মন্ত্রীর বন্যাবিধ্বস্ত কান্দীতে পদার্পণ।

দুর্ভাগ্যগণের সৌভাগ্য !

"দর্শনে সফলং নেত্রং
বচসা শ্রুতি-যুগলঃ।"

—•—

আসাম ত্যাগ

ডিব্রুগড়, ২১শে অক্টোবর—চার দিন ব্যাপী আসাম সফরের পর প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য প্রাতে তাঁহার নিজস্ব বিমান 'মেঘদূত'-এ করিয়া কলিকাতা অভিমুখে রওনা হন।

বিরাট জনতা তাঁহাকে বিমান ঘাঁটিতে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানায়। বিদায়ের পূর্ব্বে বিমান ঘাঁটিতে বিখ্যাত চা ব্যবসায়ী শ্রীহুমাবক্স প্রধান মন্ত্রী সাহায্য তহবিলের জন্য শ্রীনেহরুর হাতে একটি ১১,০০০৲ টাকার চেক প্রদান করেন। শ্রীনেহরু স্মিতহাস্যে চেকখানি গ্রহণ করেন ও দাতাকে ধন্যবাদ জানান।

কান্দীতে শ্রীনেহরু

বন্যাঞ্চল পরিদর্শন

কান্দী, ২১শে অক্টোবর—আজ সকালে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু, পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং খাদ্য ও ত্রাণমন্ত্রী শ্রীপি, সি, সেন সমভিব্যাহারে হেলিকপ্টারে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের বন্যাঞ্চল পরিদর্শন করেন।

এখানে খারসা নামক স্থানে তিনি অবতরণ করিলে স্থানীয় গ্রামবাসীরা সমবেত হয় এবং সাহায্যের জন্য আবেদন জানায়।

শ্রীনেহরু দুর্গতদের বলেন যে, এমন কোন শক্তিই নাই যাহা প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় প্রতিরোধ করিতে সক্ষম; সুতরাং জনগণকে সাহসিকতার সহিত সেই বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইতে হইবে। তিনি তাহাদের আরও বলেন যে, সরকারী কর্ম্মচারীরা এই পরিস্থিতি সুরাহার যথাযোগ্য সুব্যবস্থা করিতেছে এবং এই বিষয়ে জনসাধারণের সহযোগিতাও একান্ত প্রয়োজন। তিনি বলেন, পূর্ব্বে এইরূপ বিপদের সময় জনসাধারণ কেবল মাত্র সরকারের উপরেই নির্ভর করিত; কিন্তু এখন দিন বদলাইয়াছে এবং নূতন ভারত গঠন করিতে হইলে জনগণের এইরূপ ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রকারে সহযোগিতা করিতে হইবে।

শ্রীনেহরু বলেন, সাম্প্রতিক বন্যায় দুর্গতদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য এখানে তাঁহার আগমন এবং এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, কেবলমাত্র বন্যার্ত্তদের সাহায্য দিলেই চলিবে না, বিধ্বস্ত গ্রামগুলির স্থলে আধুনিক পদ্ধতিতে সুপরিকল্পিত গ্রাম গঠন করিতে হইবে। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে হইলে স্থানীয় জনসাধারণকে আগাইয়া আসিতে হইবে এবং সরকার পক্ষ হইতে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করা হইবে।

কলিকাতা হইতে কান্দী ও কান্দী হইতে কলিকাতা

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু আজ বেলা ১১ টার সময় শিলং হইতে দমদম বিমানবন্দরে অবতরণ করিয়া আহারান্তে এই স্থান হইতেই মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও ত্রাণমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সহ হেলিকপ্টার যোগে পশ্চিমবঙ্গের বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিতে যান। চারি ঘণ্টা ব্যাপী তিনি মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান এবং হুগলীর বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের উপর দিয়া ঘুরিয়া অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সায়াহ্ন সাড়ে পাঁচটার সময় তিনি রাজভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে বন্যা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন। বন্যার ব্যাপকতার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, বহু স্থানেই এখনও বন্যার জল সরিয়া যায় নাই। গ্রামের ঘরবাড়ী এবং শস্যাদিরও প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে ইহা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের কতকগুলি স্থানে প্রায় প্রতি বৎসরই বন্যা হইয়া থাকে; কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরে ইহা অনেক নূতন জায়গাও প্লাবিত করিয়াছে। বন্যায় অনভ্যস্ত লোক এক নূতন বিপদে নিমজ্জিত হইয়াছে। শ্রীনেহরু বলেন, এক দৃষ্টিতে বলা যায়, বন্যা স্বাস্থ্যসম্মত এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে গ্রামগুলিকে পুনর্গঠনের সুযোগ আনিয়া দেয়।

তিনি বলেন, যখন সেখানে বন্যা বা কোনরূপ প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ দেখা দেয়, সরকার সেখানে বিপন্ন জনসাধারণকে গৃহনির্ম্মাণে সাহায্য করিয়া থাকেন; কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে বিষয়টির সমাধানে অগ্রসর হইতে হইবে। সরকার সাহায্য করিবেন; কিন্তু উদ্যোগী হইয়া কাজ করিতে হইবে জনসাধারণকে। ইহা কেবল আত্ম-সাহায্যের অভ্যাস জন্মাইবে না। ইহার ফলে বৃহৎ এবং দ্রুত উপকার লাভ সম্ভব।

বন্যার্ত ত্রাণের পন্থা হিসাবে তিনি তিনটি পর্য্যায়ের উল্লেখ করেন। প্রথম উদ্ধারকার্য্য, দ্বিতীয়তঃ সাহায্য ও তৃতীয় পুনর্গঠন। এই পুনর্গঠন পরিকল্পনা বৈজ্ঞানিকভাবে রচিত হওয়া উচিত। প্রসঙ্গতঃ তিনি ডাঃ রায়ের পরিকল্পনার সমালোচনা করিয়া বলেন, ইহা অত্যন্ত তাড়াহুড়া করা পরিকল্পনা। তিনি ধীরভাবে এই গঠনকার্য্যে অগ্রসরের কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন দেশের সমস্ত জল অপসারণ ব্যবস্থা পরীক্ষা করা উচিত। এইরূপ প্লাবনে আমাদের দেশে অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে। কেবল ভারতের নয়, পৃথিবীর সর্ব্বদেশে কি কারণে জলবায়ুর পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। এই প্রসঙ্গে শ্রীনেহরু বলেন যে, গত বৎসর তিব্বতে প্লাবন হইয়াছিল, তাহাও অস্বাভাবিক। তিনি বলেন, এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্যণীয়।

শ্রীনেহরু বলেন যে, কিছু লোক বলেন যে, বন্যার জল আটকাইতে হইলে বাঁধের প্রয়োজন। স্বাভাবিক জলের গতি রোধ করিতে গিয়া অতীতের পরিণতি জানা আছে। সমস্ত পরিণতির কথা চিন্তা না করিয়া এইগুলি নির্ম্মিত হয় এই গুলি নির্ম্মাণ করিতে অনেক টাকা খরচ হয়।

শ্রীনেহরু বলেন প্লাবন খারাপ নয়। প্লাবনের দ্বারা হয়ত ক্ষতি হয় ও সাধারণের দুর্দশা বাড়ে; কিন্তু প্লাবন জমিকে উর্ব্বরা করে। অনাবৃষ্টি অনিষ্ট করে। বন্যা ক্ষতি করে, তবুও ইহাকে রোধ করিবার উপায় নাই।

আমরা প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলালজীর উপদেশামৃত সমর্থন করিয়া বলি—

"গ্রীনল্যাণ্ডের, ফিনল্যাণ্ডের
ল্যাপল্যাণ্ডের দেশবাসী,
তুষার রাজ্য পরকে দিয়ে,
পালায় না তো ব্যাসকাশী !

হল্যাণ্ডেরে গ্রাস করিতে
আসছে সিন্ধু তর্জ্জিয়া—
"ব্যস্ খাড়া রও" হাঁকছে হল্যাণ্ড
তার উপরে গর্জ্জিয়া।"

———

কলিকাতার পথে শ্রীনেহরুর গাড়ীর সম্মুখে অর্দ্ধ উলঙ্গ লোক

কলিকাতা, ২১শে অক্টোবর— অদ্য প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু দমদম হইতে রাজভবনে আসিবার সময় এক অর্দ্ধ উলঙ্গ লোক হাত তুলিয়া প্রধান মন্ত্রীর গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। পুলিশ তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তিকে স্থানান্তরিত করে। তাহার হাতে কোন আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না এবং এই ব্যক্তির মুখ হইতে মদের গন্ধ বাহির হইতেছিল। পরে ঐ লোকটি বলে যে সে জানিত না যে, প্রধানমন্ত্রী এই পথ দিয়া আসিবেন এবং তাহার প্রধানমন্ত্রীর গাড়ী থামাইবার কোন ইচ্ছা ছিল না।

আর একস্থানে এক মহিলা নৃত্য করিতে করিতে রাস্তা পার হইতে থাকে। পুলিশ তৎক্ষণাৎ তাহাকে সরাইয়া দেয়। স্থানীয় লোকেরা বলে যে, ঐ মহিলাটি মাঝে মাঝে এখানে উপস্থিত হয়।

পুলিশ এই ঘটনার কোন গুরুত্ব গ্রহণ করে নাই।

———

দশভুজা এলো গেলো

॥ শ্রীসু-মো-দে ॥

দশভুজা এলো গেলো—
দুঃস্থ বঙ্গবাসীরা মায়ের
করুণাশিস্ কি পেলো ?
অন্নের দেশে বাঙালী কাঙাল
জীবনে সায়রে তরী বান্‌চাল,
দৈনন্দিন জীবন যাত্রা
অনটনে এলোমেলো।
বাঙালীর মান মর্য্যাদা যত
করিছে অপরে ক্ষত বিক্ষত,
বাঙালী প্রতিভা সহিতে পারে না
করিবারে চায় খেলো।

———

উপহার স্বরূপ সেভিংস্ সার্টিফিকেটের ব্যবহার

বিবাহ, জন্মদিবস পালন প্রভৃতি উপলক্ষ্যে ন্যাশন্যাল সেভিংস্ সার্টিফিকেট বা ন্যাশন্যাল প্ল্যান সার্টিফিকেট উপহার স্বরূপ দেওয়াটাকে জনপ্রিয় করিবার জন্য ভারত সরকার একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন।

ঐ পরিকল্পনায় পাঁচ টাকা, দশ টাকা, পঞ্চাশ টাকা, একশত টাকা ও এক হাজার টাকা মূল্যের চমৎকার নক্‌সা যুক্ত "উপহার কুপন" বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি সেভিংস্ ব্যাঙ্কের কাজ করে এমন যে কোন ডাকঘরে এই কুপন কিনিতে এবং ইহা উপহার হিসাবে ব্যবহার করিতে পারেন। যিনি ঐ কুপন উপহার পাইবেন তিনি উহা বার বৎসর মেয়াদের সমমূল্যের ন্যাশন্যাল সেভিংস্ সার্টিফিকেটে বা দশ বৎসর মেয়াদের ন্যাশন্যাল প্ল্যান সার্টিফিকেটে রূপান্তরিত করিতে পারিবেন। এদেশে সেভিংস্ ব্যাঙ্কের কাজ করে এমন যে কোন ডাকঘরে ঐ কুপন রূপান্তরিত করা যাইবে। [প্রেস ইন্‌ফরমেশন ব্যুরো

———

আবেদন

মুর্শিদাবাদ জেলার লক্ষ লক্ষ বন্যার্ত্ত জনসাধারণকে সাধ্যানুযায়ী সাহায্যদানের জন্য আমরা জঙ্গিপুর মহকুমার জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইতেছি। গ্রামের যুবকগণকে উদ্যোগী হইয়া চাউল, অর্থ ও পুরাতন জামাকাপড় সংগ্রহের জন্য আমরা আহ্বান জানাইতেছি। সংগৃহীত সাহায্য নিম্নলিখিত যে কোন যায়গায় পাঠানো যাইতে পারে।

শ্রীবরুণ রায়, সম্পাদক,
জঙ্গিপুর বন্যাত্রাণ সমিতি, রঘুনাথগঞ্জ
অধ্যাপক শ্রীশঙ্করপ্রসাদ দত্ত, কোষাধ্যক্ষ,
জঙ্গিপুর বন্যাত্রাণ সমিতি, জঙ্গিপুর বাবুবাজার

———

প্রথম স্বেচ্ছাসেবক দল

জঙ্গিপুর বন্যাত্রাণ সমিতির প্রথম স্বেচ্ছাসেবকদল গত ১৮ই অক্টোবর সংগৃহীত সাহায্য সমেত কান্দী রওনা হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা নগদ ২৭৫৲ টাকা, ৫ মণ ষোল সের চাউল এবং চারশত পঁচানব্বইটি জামাকাপড় বিতরণের জন্য লইয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় দফা সাহায্য শীঘ্রই প্রেরিত হইবে।

———

বিক্রয়

১। শিল্প ও ব্যবসা কেন্দ্র মির্জ্জাপুরে রেল ষ্টেশন ও হাই স্কুলের সন্নিকটে ডি, বি রাস্তার উপর দীঘির পাহাড়ে পুষ্পোদ্যান ও মূল্যবান বৃক্ষাদি সহ মনোরম পরিবেশে বাংলো প্যাটার্ণের দ্বিতল বাড়ী সুলভে বিক্রয় হইবে।

২। (১) ৩½ বিঘা বাউণ্ডারী মধ্যে ১৫ কামরাযুক্ত মনোরম দ্বিতল বাড়ী, ফুল ও মূল্যবান ফল বাগান; (২) সম্মুখে দুইটি পুকুর (৭ বিঘা); (৩) বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বে বাউণ্ডারী যুক্ত ৫০।৬০ বিঘা মূল্যবান ফল বাগান ও কৃষি বা বাসোপযোগী জমি। ডেয়ারী, পোল্‌ট্রি, ফিসারী, সেরী-কালচার ও হর্টী কালচারের যথেষ্ট সুবিধা আছে। গণকর ও জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনের ২।৩ মাইলের মধ্যে। একত্রে, আংশিক বা জমি প্লটে সুলভে বিক্রয় হইবে। সত্বর অনুসন্ধান করুন।

শ্রীজগদানন্দ সরকার
পোঃ দফরপুর (মুর্শিদাবাদ)

———

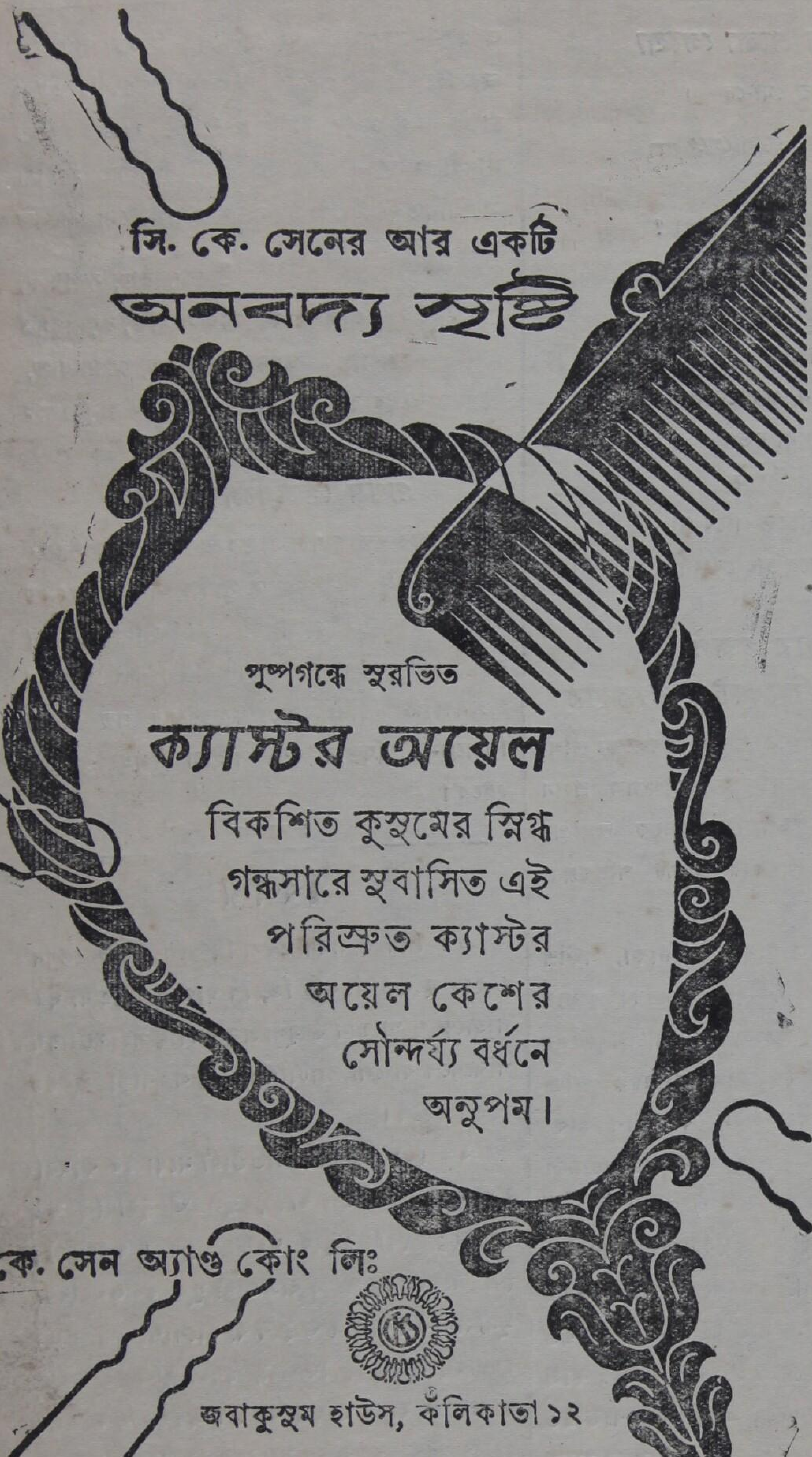

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৯

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুর‍্যাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১॥০ টাকা ও মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্
এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত